ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৫
দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুর্জয় তারুণ্য, একসাথে, এখনই

ধারণাপত্র

ভূমিকা

দুর্নীতি একটি বিশ্বজনীন চ্যালেঞ্জ। বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও সমাজে মাত্রাগত ভিন্নতায় এই ব্যাধির প্রকোপ রয়েছে। তাই দুর্নীতির ন্যায় একটি বৈশ্বিক সমস্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও প্রতিরোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০০৩ সালের ৩১ অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সনদ' United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) গৃহীত হয়।[১] একই বছর ৯ থেকে ১১ ডিসেম্বর মেক্সিকোর মেরিডায় অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সম্মেলনে সনদটি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করা হয়। স্বাক্ষর প্রদানের দিনটিকে স্মরণীয় রাখতে প্রতিবছর ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে জাতিসংঘের এবারের প্রতিপাদ্য Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow's Integrity।[২] আগামীর বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে আজকের তরুণ প্রজন্ম। তাই তাদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব সৃষ্টিসহ সততা ও শুদ্ধাচারের চর্চার প্রসারে আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয়, সরকারি ও সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকসহ সকল অংশীজনদের দায় রয়েছে। তরুণ প্রজন্ম যাতে দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, কোনো ধরনের বাধা বা বিপত্তি ছাড়া মুক্তমনে দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা ও তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সমাধানে তাদের উদ্ভাবনীশক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ পায়, তার নিশ্চয়তা প্রদানের গুরুত্ব বুঝাতে এই প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ও তারুণ্য

কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে সীমাহীন দুর্নীতি, অর্থপাচার, ব্যাংক লুটতরাজ, ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় ও রাষ্ট্রীয় নীতিকাঠামো দখলের মাধ্যমে চৌর্যতন্ত্রের স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার ফলে অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় দেশের অপূরণীয় ক্ষতির দৃষ্টান্ত হিসেবে শুধু অর্থপাচারের মাধ্যমে এ দেশের মানুষের কমপক্ষে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দেশ পিছিয়ে পড়েছে এমনকি বেকারত্বের হার বেড়েছে। চৌর্যতন্ত্রের ফলে ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট মহল লাভবান হয়েছে, সাধারণ মানুষ প্রতারিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগণ তাদের ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে অধিকতর বঞ্চিত হয়েছে। ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। ন্যূনতম সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার পদদলিত হয়েছে। দেশে আয় বৈষম্যের বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের জীবনের নিরাপত্তাও ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। দুর্নীতির ব্যাপকতার এ চিত্রের সামান্য প্রতিফলন দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০২৪ (সিপিআই) এ ফুটে উঠেছে।[৩] ২০২৪ সালের সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ছিলো ২৩ যা বিগত ১৩ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র আফগানিস্তানের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। অন্যদিকে টিআইবির খানা জরিপ ২০২৩ অনুযায়ী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ভূমি প্রশাসন ও শিক্ষা খাতে ঘুষের হার ছিলো অত্যন্ত উদ্বেগজনক।[৪]

শিক্ষার্থী-জনতার অভূতপূর্ব জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পতিত কর্তৃত্ববাদের পতন ঘটলে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন, সর্বোপরি কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত পরিবর্তনের মতো বিশাল জনআকাঙ্ক্ষার গুরুভার অর্পিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর। যার প্রতিফলন ঘটে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন গঠনসহ রাষ্ট্রসংস্কারে অপরিহার্য খাত ও বিষয়ে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠনের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। রাষ্ট্রসংস্কারের আকাঙ্ক্ষাকে অঙ্গীকারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় "জুলাই সনদ" প্রণীত হয়েছে। যদিও স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে সংস্কার কমিশনসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুপারিশমালার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজন একমত হতে পারেননি। পাশাপাশি সরকার বেশকিছু অধ্যাদেশ জারিসহ বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সরকারের অভ্যন্তরে স্বার্থন্বেষী মহলের দুর্নীতি-সহায়ক ও সংস্কার পরিপন্থী একটি চক্রের প্রভাব দৃশ্যমান। যার জ্বলন্ত উদাহরণ– জুলাই সনদে সকল রাজনৈতিক দলের সম্পূর্ণ ঐকমত্যসহ অন্তর্ভুক্ত ও টিআইবির ধারাবাহিক অধিপরামর্শের ফলে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্মতির পরেও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুপারিশ বাদ দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ উপদেষ্টা পরিষদ চূড়ান্ত করেছে। যা প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত ছিলো।

---

[১] https://www.un.org/en/observances/anti-corruption-day
[২] International Anti-Corruption Day - 9 December
[৩] https://www.transparency.org/en/cpi/2024
[৪] https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/7179

কর্তৃত্ববাদের শৃঙ্খল ভাঙ্গার পরেও রাষ্ট্রকাঠামো, প্রশাসন, রাজনৈতিক অঙ্গনসহ সকল পরিসরে প্রত্যাশিত ইতিবাচক পরিবর্তন অনুপস্থিত। একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে পূর্বতন ফ্যাসিবাদী মানসিকতার চর্চা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের মাধ্যমে চাঁদা ও দখলবাজি, মামলা ও গ্রেফতার বাণিজ্যসহ ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণু আচরণ ও অসহনীয় সাইবার বুলিং-এর মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। দেশের শাসনব্যবস্থার রূপরেখা ও কার্যক্রমে মূলত কোনো কার্যকর পরিবর্তন আসেনি। বিশেষত, জুলাই আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি তরুণ সমাজের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে নতুন বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। দুর্নীতির অচলায়তন ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি। যেখানে দুর্নীতিকে নির্মূল করে ন্যায়ভিত্তিক এবং জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গঠনের পথে আমাদের অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল, সেখানে দেশপ্রেমিক ও উদ্যমী নতুন প্রজন্মের অব্যাহত প্রত্যাশা সত্ত্বেও দুর্নীতির দুষ্টচক্র এখনো দেশের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানবের মত ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে শুরু হওয়া দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এখনো অব্যাহত। অবস্থাদৃষ্টে এটি মনে হওয়া মোটেই অমূলক নয় যে, কাগজে-কলমে কর্তৃত্ববাদের পতন ঘটলেও কর্তৃত্ববাদী চর্চার পরিবর্তন হয়নি। বরং রাজনৈতিক অঙ্গনে দেশব্যাপী দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে শুধু হাতবদল চলমান রয়েছে। রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মূল চেতনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে "এটা আমাদের পালা"- এই সংস্কৃতির অসুস্থ প্রতিযোগিতা দৃশ্যমান হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথাগত রাজনৈতিক রোল মডেল অনুসরণ করে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী তরুণ সমাজের কাছ থেকে প্রতিবাদের পরিবর্তে অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, এবং অনৈতিক আচরণ ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। অথচ এদেশের স্বাধিকার ও জনমানুষের অধিকার রক্ষার প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামে তরুণরা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সর্বশেষ ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে এদেশের তরুণ সমাজ জনমানুষের অধিকার আদায়ে বৈশ্বিক পর্যায়ে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধেও তরুণ সমাজ একই ভূমিকা পালন করবে–এই প্রত্যাশা করছে টিআইবি!

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ও টিআইবি

টিআইবি ২০০৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন করছে এবং ২০১৩ সাল থেকে দিবসটি সরকারিভাবে পালন ও স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসছিলো। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০১৭ সাল থেকে সরকারিভাবে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন করছে।[৫] এ বছর টিআইবি "দুর্নীতির বিরুদ্ধে, তারুণ্যের সঙ্গে–দৃঢ়ভাবে একসাথে" প্রতিপাদ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে ৪৫টি জেলা ও উপজেলায় টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি), ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে দুর্নীতিবিরোধী ক্যাম্পেইন, প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে র‍্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠান, দুর্নীাতিবিরোধী বিতর্ক, কুইজ ও ওরিয়েন্টেশন, জনসমাবেশ ও পথসভা, কার্টুন প্রদর্শনী ও লিফলেট বিতরণসহ বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে "দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২৫" ঘোষণার পাশাপাশি আলোচনা সভা ও গণমাধ্যমে কর্মরত নির্দিষ্ট-সংখ্যক সংবাদকর্মীদের "দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ফেলোশিপ" প্রদান এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্ত কর্মকর্তাদের জন্য "ডিজিটাল ফরেনসিক, ফরেনসিক এনালাইসিস, ফরেনসিক একাউন্টিং ক্রিপ্টোকারেন্সি" বিষয়ক দুই দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। একইসঙ্গে তরুণদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী চেতনা ছড়িয়ে দিতে টিআইবির নিয়মিত আয়োজন দুর্নীতিবিরোধী কার্টুন প্রতিযোগিতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে ১০ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত কার্টুনগুলো নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৫: টিআইবির দাবি

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে টিআইবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে–

১. ছাত্র-জনতার নজিরবিহীন আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে সূচীত জুলাই সনদের অভীষ্ট মোতাবেক বাংলাদেশকে একটি জনকল্যাণমুখী, বৈষম্যহীন, সমঅধিকারভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধক ও সুশাসনমুখী সকল সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রাষ্ট্রসংস্কারের জন্য সকল উদ্যোগের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
২. সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধসহ সকল সংস্কার কার্যক্রমে তরুণ সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
৩. অনতিবিলম্বে দুর্নীতি দমন কমিশন অধ্যাদেশে দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশের প্রতিফলন ঘটিয়ে দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার পাশাপাশি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের স্বার্থে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" গঠনের বিধানসহ অন্যান্য কৌশলগত সুপারিশের আলোকে অধ্যাদেশটি ঢেলে সাজাতে হবে।
৪. তরুণ সমাজসহ সাধারণ জনগণ ও গণমাধ্যম যাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে নির্ভয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মতামত ব্যক্ত করতে পারে এ ব্যাপারে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে অঙ্গীকার করতে হবে।
৫. জাতীয় শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অবিলম্বে দুর্নীতিবিরোধী মূল্যবোধ, সুশাসন এবং নাগরিক অধিকারসংক্রান্ত বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে মানবাধিকারের পক্ষে ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শিক্ষাঙ্গনগুলোকে স্বচ্ছতা ও সততার কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

[৫] http://acc.org.bd/site/page/b9ead82c-1fdc-4361-9ac8-e9cb60d1a7a8/-

৬. রাজনৈতিক দলের তহবিল এবং নির্বাচনী অর্থায়নে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গণপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী দলগুলোকে আয়ের সকল উৎসের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ এবং নির্বাচনী প্রচারণাসহ সকল ব্যয়ের স্পষ্ট ও বিস্তারিত হিসাব দাখিল করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে হিসাব নিয়মিত পরীক্ষণ ও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান কার্যকর করার পূর্ণ ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের গণতান্ত্রিক চর্চা, বিশেষ করে দলীয় ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করতে হবে।

৮. সরকারি ক্রয়-ব্যবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সকল দরপত্রকে ই-জিপি প্রক্রিয়ার আওতায় আনার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে, তার যথার্থ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে দেশে-বিদেশে সকল প্রকার লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় তথ্য আদান-প্রদান সহায়ক "কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড" (সিআরএস) অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. সরকারি কার্যে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থতা, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে "স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইন" প্রণয়ন এবং অনতিবিলম্বে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে "ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপ" এর পক্ষভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

১১. সকল সরকারি সেবাখাতে অনতিবিলম্বে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ অটোমেশন নিশ্চিত করতে হবে।

১২. সরকারি ও বেসরকারি খাতে সকল চাকুরিতে নিয়োগ দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করে সম্পূর্ণ মেধাভিত্তিক ও স্বচ্ছ নিয়োগ নিশ্চিতসহ দুর্নীতির মাধ্যমে তরুণদের চাকুরির সুযোগ নষ্টকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org; www.facebook.com/TIBangladesh